OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 113
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 908 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 908 - 913
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘পারিবারিক নারী সমস্যা’-র আলোকে খোরপোশের আইনি সুরক্ষা বনাম আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা

নিপা ভক্ত
কল্যাণী, নদীয়া
Email ID: keshabnipa@gmail.com
0009-0007-0741-1768

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Annada Shankar Ray, Paribarik Narisamasya, Self-respect, Financial independence, Women’s liberation, Alimony, Duality, Mutual respect.

Abstract

The relationship between male and female partners form the most vital and irreplaceable part of the continuance and preservation of human society. Indisputably, the union of the two genders is the sine qua non of biological existence. For reproduction, physical union is the supreme mandate of nature, but the concordance of mind and spirit between individuals is the unique property of civilized society. The intimate connection between the two persons, in all its dimensions, makes the world so beautiful, and gives meaning and purpose to life. To this end, it is extremely important that married couples nurture mutual love, respect, dignity and sympathy in their conjugal relationships. Such harmonious relationship is necessary to foster a wholesome development of the family, which in turn, contributes to the functioning of a healthy civil society. Annada Shankar Ray, a great Bengali litterateur, has dwelt on this marital issue in his essay titled ‘Paribarik Narisamasya’ and discussed at length on its various aspects, including the suggestion that a woman has to be financially independent and self-supporting, so that in case of desertion by the male partner, she should be able to support her family. He has dwelt on the innate maternal instinct which is primed to care, preserve and protect her offspring and family. Her intuitive understanding of the family’s needs is the bulwark of family stability.

According to the Hindu Marriage act of 1955, the court-ordered financial support paid by one spouse to the other after a legal separation is called alimony. Alimony is not just a legal term but reflective of deeper social import, wherein not only the financial requirements of the separated wife is addressed, but also her dignity is enshrined by law. The legal sanction of alimony should not obscure the underlying injustice or imprudence of the underlying issue of marital discord leading to separation. Unfortunately, in today’s world, the Act is often abused by opportunistic women. Apropos, the recent incident of Atul Subhash, has created a commotion in the public domain. Ananda Shankar Ray has expressed on the issue of women’s financial independence, and the importance of women’s pride and dignity in a gender-

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 113
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 908 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

biased society. When a law is misused by contriving women, it actually hampers the cause of other women who are genuinely affected. The sacred purpose of the legislation is hijacked.

In this presentation, I have attempted to analyze the scope and implications of marital discord, and the duality involved in the interpretation of the Marriage Act, primarily based on Annada Shankar Ray's exposition on the subject.

Discussion

প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এখানে 'প্রকৃতি' অর্থে 'নারী'। এই সমাজে নারী ও পুরুষ সমান গুরুত্বপূর্ণ। একে অন্যের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে একটি সুন্দর পরিবার। অর্থাৎ পরিবারের মূল ভিত্তি হল নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্ক। বর্তমান সমাজ সময়ের হাত ধরে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজের পরিবর্তনশীলতার এই পর্বে এসে বর্তমান দাম্পত্য সম্পর্ক এক চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে। এর ফলে বর্তমান সমাজে পারিবারিক সংকট, সম্পর্কের অবনমন, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি আত্ম-মর্যাদার স্খলন মানুষের নৈতিকতার ক্ষেত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সমাজের এমন অস্থিরতাময় সময়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখতে পারে। প্রাবন্ধিক তার প্রবন্ধে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কোনোরকম শর্তরূপে না দেখে কেবলমাত্র প্রণয়ের বন্ধন হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। এমনকি প্রণয় যদি প্রকৃতই হয় তাহলে কতগুলি মন্ত্রতন্ত্র বা আইনের বল প্রয়োগ করে বিবাহকে শর্তরূপে গ্রহন করার কোনোরকম প্রয়োজনীয়তা থাকে না। প্রাবন্ধিক এই ধরনের কথাগুলো বারবার বলেছেন কেবল মাত্র নারীর স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা মাথায় রেখে। বর্তমান সমাজে নারীর সুরক্ষা, বলা ভালো দাম্পত্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে 'খোরপোশ' আইন জারি রয়েছে আমাদের দেশে। 'খোরপোশ' অর্থে বিবাহ বিচ্ছেদের সময় বা বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব ভরণপোষনের জন্য অপরের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রার্থনা করা। সম্পূর্ণ ভাবে সামাজিক সুরক্ষার তাগিদ নিয়ে এই আইন প্রণয়ন করা হলেও বর্তমানে এই আইনকে হাতিয়ার করে নারীর নৈতিক স্খলনের চিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন বহু পুরুষ। বেঙ্গালুরুর সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার অতুল সুভাষ থেকে শুরু করে মালদার দুর্লভ সাহা, কর্নাটকের হুব্বলির পিটার-এরা প্রত্যেকেই প্রাণ বিসর্জন করেছেন নারীসুরক্ষার নিমিত্তে 'খোরপোশ' আইনের অপব্যবহারের কারনে। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় 'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধে নারীর উন্নয়ন, নারীর আত্মমর্যাদাবোধ ও নারীর সম্মান জাগরণের মধ্য দিয়ে পারিবারিক সমৃদ্ধির কথা বলেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে নারীকে সমাজে একজন দায়িত্বপূর্ন ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় দিকগুলির ইঙ্গিত দিয়েছেন সাহিত্যিক। বর্তমান নারী যখন নিজস্ব স্বাধীনতা, নিজস্ব সুরক্ষার ক্ষেত্রকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে অপরের মৃত্যুর কারন হয়ে দাড়াচ্ছে— তখন নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিকগুলি কেমন হওয়া উচিত তার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সেই সূত্র ধরেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধের তাৎপর্যপূর্ন দিকগুলিকে মনে করা দরকার। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, খোরপোশের মত সুরক্ষার বিষয় কোনোভাবেই যেন নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার অন্তরায় না হয় বা নারী যেন কোনভাবে অপরের জীবনের ভয়ঙ্কর পরিণতির কারণ না হয়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পারিবারিক নারীসমস্যা' প্রবন্ধ নারীর আত্মমর্যাদা ও দায়িত্ববোধের বিকাশে সহায়ক বলে এই প্রবন্ধের আলোকে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে।

প্রথমেই আসা যেতে পারে নারীর পরিচয় প্রসঙ্গে। বর্তমান সমাজের নারীরা আগের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন হয়েছে আর তারই ফলশ্রুতিতে নারী নিজের পরিচয়ে বাঁচতে চায় আত্মসম্মানের সাথে। এই আলোচনায় আত্মসম্মান বোধে বলীয়ান নারীর এবং শারীরিকভাবে অক্ষমতাযুক্ত নারীর প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে না। এই গবেষনামূলক প্রবন্ধ লেখা সেই নারীদের জন্য যারা সুস্থ স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও নিজের পরিচয় নিয়ে সচেতন নয়। যে নারী নিজের পরিচয়কে প্রাধান্য দিতে পারে না অর্থাৎ নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে অক্ষম সে কী করে দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে! অর্থাৎ সামাজিক নারীসমস্যা সমাধানের প্রধান বিষয় হল নারীকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 113
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 908 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হতে হবে। নারী যেন নিজের পরিচয়ের জন্য পুরুষের চোখকে বেছে না নেয় বা নিজের পরিচয় কেবল 'মা' বা 'স্ত্রী'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখে - এমন কথাই বলেছেন প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়। প্রবন্ধে বাংলার মেয়ে 'শুভা'র সাথে স্বর মিলিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> "কেন, পুরুষের আশ্রয় ছাড়া কি স্ত্রীলোকের চলে না?"[১]

পুরুষের পরিচয়ে বাঁচতে গিয়ে নারী নিজেই নিজেকে 'পতির দাসী'র স্থানে পতিত করছে আর নিজের ভরণপোষনের জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে বছরের পর বছর। এইভাবে জীবনযাপনের সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না, আর সেখান থেকেই সূচনা ঘটে দাম্পত্য কলহের। দাম্পত্য-কলহ গাঢ় হতে হতে বিবাহ-বিচ্ছেদের স্তরে এসে উপনীত হয়। কিন্তু নারীর স্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন কোথায় হল! যে নারী শারীরিকভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও আর্থিক দুর্বলতার জন্য দাম্পত্য সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হতে পারলো না, সে কীভাবে তার আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে এ বিষয়ে সত্যিই কি প্রশ্ন ওঠে না? এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক সমাধান দিয়েছেন—

> "নারীর আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা তার স্বাতন্ত্রে, আর এই স্বাতন্ত্রের জন্য চাই আর্থিক স্বাবলম্বন।"[২]

অত্যাচারিত নারীর সুরক্ষার জন্য সমাজে যেখানে খোরপোশের বিধি প্রণয়ন করা রয়েছে সেখানেও নারীরা নারী সুরক্ষার অস্ত্রকে রাঙিয়ে দিচ্ছে মৃত্যুর অস্ত্রতে। আত্মপোষণের জন্য মুখাপেক্ষী হচ্ছে পুরুষের। এ কী নারীর হীনতার পরিচয় নয়! প্রাবন্ধিকের ভাষায় বলতে গেলে –

> "নারীর দাসীত্ব, ও হীনতা সেইখানেই বেশী যেখানে সে আর্থিক স্বাধীনতা না পেয়ে পুরুষের গলগ্রহ হয়েছে।"[৩]

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে আত্মমর্যাদাহীন নারীর মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি। নারীর চেতনাহীন মস্তিষ্কে পরনির্ভরতার কারণে লোভের দানা বাঁধতে থাকে একটু একটু করে। সেই লোভ বর্তমান সমাজের বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষের মৃত্যুর কারণ হয়েও দাড়াচ্ছে। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় বা আমাদের বিভিন্ন আইন যেখানে নারীর স্বাধীনতা ও নারীর সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন উপায়ের অবতারণা করেছে সেখানে বহু নারী নিজেদের আত্মমর্যাদাহীনতার কারণে ইতিবাচক আইনের অপপ্রয়োগ করে অপরের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। তাহলে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন কী এক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে? অথচ এই আত্মমর্যাদাহীন নারীদের কারণে বহু অত্যাচারিত নারীরা প্রকৃত সুরক্ষার আয়ত্ত থেকে বাইরে থেকে যাচ্ছে। আসলে নারী নারীর প্রতি অত্যাচারের জন্য অনেকাংশে দায়ী। নারী প্রকৃত অর্থে আত্মমর্যাদা বিষয়ে সচেতন হলে তাকে অত্যাচারিত হতে হয় না, অপরের মৃত্যু-যন্ত্রণার কারণ হতে হয় না। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> "যেদেশে নারীর আর্থিক স্বাধীনতা আছে সেদেশে পুরুষের আইন তাকে বাঁধতে পারেনি।"[৪]

আমরা ভারতবাসী। আমাদের দেশে নারী দেবীরূপে পূজিতা হন। অর্থাৎ সমাজে নারীর স্থান দেবীর স্থানের সমতূল্য। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্তরালে নারীরা যে অত্যাচারিত হয় তার জন্য কী সত্যিই আমরা নারীরই দায়ী নই! একজন নারী হয়ে জন্মাবার পর হতেই এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, এই মানো, সেই মানো — এই যে এত নিয়মের শেকল, এগুলো তো আমরাই আমাদের তৈরী করে দিই। তার কারণ হিসেবে দেখা যাবে সংসারে উপার্জন করার যোগ্যতার ভিত্তিতে পুরুষের প্রাধান্য বেশী থাকছে, আর নারীকে অবলম্বন করতে হচ্ছে—

> "পুরুষকে মুগ্ধ করবার জন্য যত ছলাকলা, যত বিচিত্র বেশভূষা, যত মোহিনী বিদ্যা, যত মিথ্যাচার।"[৫]

যুগের পর যুগ ধরে এই ছলাকলা মিথ্যাচার অবলম্বন করতে করতে নারী আজ হয়ে উঠছে অত্যাচারিত থেকে অত্যাচারী। এর ফলস্বরূপ মলিন হচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্ক, ধ্বংস হচ্ছে পরিবার-সামাজিক ভারসাম্য, অবনমন ঘটছে নৈতিকতার। বর্তমান সমাজের আত্মমর্যাদাহীন-নীতিবোধহীন নারীরা থেকে খোরপোশের অস্ত্র প্রয়োগ করে মেরে ফেলছে অতুল সুভাষদের মত ব্যক্তিদের। এমনকি বিয়ের পর একজন শাশুড়ী একটি নারী হয়েও পুত্রবধূর আর্থিক উপার্জনের বিষয়কে মেনে নিতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 113
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 908 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পারেন না, মেনে নিতে পারেন না পুত্রবধূর আর্থিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা, কিংবা পুত্রবধূর প্রতি ছেলের সম্মানজনক ব্যবহার ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়ের মায়েরাও মেয়েদের দাম্পত্য সুখের থেকে অধিক প্রাধান্য দেন খোরপোশকে। অনেকের ধারণা এমনও থাকে - কোনরকমে একটি চাকরিজীবি পুরুষের সাথে একবার বিয়ে হয়ে গেলেই, ব্যাস!.. সংসার হোক চাই না হোক্ মাসে মাসে খোরপোশ তো পাওয়া যাবে। এমন ধরনের মানসিক প্রবৃত্তির কাছেই বলি হচ্ছে নারীর স্বাধীনতা, নারীর মর্যাদা, নারীর জীবন, সন্তানের ভবিষ্যৎ, নৈতিক আদর্শ কিংবা অতুল সুভাষের মত সতেজ প্রাণ। বর্তমান সমাজের এমন নেতিবাচক প্রভাবকে অতিক্রম করে কীভাবে একটি সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরী করে আদর্শ পরিবার গঠন করা যায় তারই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ‘পারিবারিক নারীসমস্যা’ প্রবন্ধে।

দাম্পত্য সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল প্রণয়। প্রণয় বা প্রেমের উপর ভিত্তি করেই যুবক-যুবতীর সম্পর্কের পরিপক্কতা আসে। পরিবারের সংস্কারের মাধ্যমেই নারীর সমস্যার সমাধান ও নারীর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ গঠন করা সম্ভব। এ বিষয়ে প্রণয় সম্পর্ককে একসূত্রে গেঁথে রাখার উপায়। কোনো একজন নারী যদি কেবলমাত্র ভালোবাসা পাবার জন্য বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহলে বৈবাহিক সম্পর্কের পবিত্রতা বজায় রাখা সম্ভব, কিন্তু আমাদের সমাজ বৈবাহিক সম্পর্ককে নারীর ভরণপোষণ গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে মান্য করে। এমনকি হিন্দু বিবাহ অনুসারে বিবাহের পর আত্মীয়-পরিজনের সামনে স্বামী ঘটা করে তার স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। এই রীতি অনুসারে স্বামী স্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দেন— ‘আজ থেকে আমি তোমার ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব নিলাম’। এই যে বক্তব্য— এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কী নারীর মর্যাদার দিকটি প্রসারিত হল নাকি নারীকে অবলা হিসেবে প্রমাণ করা হল। এই রীতি তো এটাই ইঙ্গিত করে যে একজন নারী নিজের পেটের ক্ষুধা নিবারণ বা নিজ লজ্জা নিবারণের জন্য অপরের মর্জির দ্বারা পরিচালিত হবে। শুধুমাত্র এই অন্ন আর বস্ত্রের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে নারী নিজেকে বিক্রি করে দিচ্ছেন অপরের আশ্রয়ের শাখায়। যেখানে পুরুষের অভাবজনিত সংকটে নারী পুরুষের অবলম্বন হয়ে উঠতে পরে না সেখানে নারীর প্রাধান্য কী করে থাকতে পারে? এভাবে চলতে চলতে সম্পর্কের বন্ধন আলগা হয় ও দাম্পত্য সম্পন্ন ছিন্ন হয়। তাই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে গেলে নারীর চেতনার মুক্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন আর প্রকৃত চেতনাই প্রেমের জন্ম দিতে পারে। বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও নারী পুরুষের উপর নিজেকে চাপিয়ে না দিয়ে পুরুষের সাথে প্রণয়াত্মক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়াকেই প্রাবন্ধিক শ্রেয় বলে মনে করেছেন। প্রাবন্ধিকের ভাষায় —

> “যেখানে প্রেমের বন্ধন নাই, সেখানে বিধিনিষেধের বন্ধন কৃত্রিমতার সৃষ্টি করে হীনতার প্রশ্রয় দেয়। সেখানে সহবাসের অর্থ পাপাচরণ। যে বিবাহ প্রণয়াত্মক নয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ বা অন্ধ কুসংস্কারে যার জন্ম নরনারী উভয়েরই তাতে অকল্যাণ...।”[৬]

শুধুমাত্র সহবাসের সম্পর্কের নিরিখে বর্তমান যে আত্মমর্যাদাহীন নারীরা খোরপোশের অস্ত্রে শান দিতে ব্যস্ত, তাদের জানা দরকার প্রণয়হীন সম্পর্কে সহবাসও পাপাচরণ। তাই নিজেদের আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে স্বামীর থেকে কেবল প্রণয়ের জন্যই প্রত্যাশা রাখা উচিত।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল কারো একার দায়িত্বে গঠন করা উচিত নয়। দু’জনকেই এই সম্পর্কের প্রতি সমান যত্নশীল বা দায়িত্বশীল হওয়া আবশ্যক। একটি সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া উচিত, তা সে আর্থিক দিক বা ভরণপোষণের দিক যাই হোক না কেন। একে অপরের প্রতি কেবলমাত্র বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গঠন করতে পারলে দাম্পত্য সম্পর্কের সৌন্দর্যকে অনুভব করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> “স্বামীর সঙ্গে থাকবে কেবল প্রেমের সম্পর্ক তিনি আর স্বামী থাকবেন না, হবেন সখা।”[৭]

বর্তমান যুগে দাম্পত্য সম্পর্কে একে অপরের প্রতি যে সন্দেহের মনোভাব ও বিতৃষ্ণার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়— তার মূল কারণ হল উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের অভাব ও পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে অবহেলা করা। এই অবহেলার কারণ একের বোঝা অন্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে। নারী নিজেকে অপরের বোঝা না করে স্বাধীন সত্তা হিসেবে তৈরী করতে পারলে সম্পর্ক সুন্দর হবে ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান বজায় থাকবে। এক্ষেত্রে অবশ্য পুরুষকেও সংসারের কাজকর্মের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্বশীল ও আত্মনির্ভর হওয়া আবশ্যক।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 113
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 908 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নারীর মাতৃত্ব একটি দাম্পত্য সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নারীর মাতৃত্বের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কের সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষতা লাভ হয়। পশু পাখিদের মধ্যে মায়ের উপরই সন্তানের দায়িত্ব অর্পণ করা থাকে। মানুষের সমাজে মাতাপিতা উভয়েই সন্তানের দায়িত্ব ভাগ করে নেন কিন্তু মাকে সন্তানের জন্ম বিষয়ে অধিকতর সচেতন হওয়া উচিত বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন। এ বিষয়ে নারীকে দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। প্রাবন্ধিক আমাদের এ-ও মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে প্রকৃতির ইচ্ছানুসারেই সন্তান প্রতিপালনের বিষয়ে নারীর গরজ অধিক থাকে তাই নারীকে আত্মপোষণের যোগ্যতা লাভ করার পাশাপাশি সন্তানের প্রতিপালন করার ক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। আমাদের ভাবা উচিত যে, বৈবাহিক সম্পর্কে সন্তানের জন্ম দিতে গেলে নারী-পুরুষ উভয়ের সহমতের ফলেই ঘটিত সহবাসে সন্তানের জন্ম হয়। যে নারী সন্তানকে পৃথিবীতে আনার জন্য প্রস্তুত থাকেন তাকে সন্তানের সুস্থ্য জীবন দেওয়ারও সমান কর্তব্য থাকে। বর্তমানে কিছু মেরুদন্ডহীন নারী সন্তান জন্ম দিতে আগ্রহী হন শুধুমাত্র বেশী খোরপোশ পাবার প্রত্যাশায়। তারা নিজের সন্তানের সামাজিক সুরক্ষা ও সুন্দর জীবনের চাইতে খোরপোশের প্রতি অধিক সজাগ দৃষ্টিপাত করে থাকেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> "এ বিষয়ে (সন্তানের জন্ম দেবার বিষয়ে) যদি পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়, তবে মাতৃত্ব স্বীকার না করাই ভালো, কারণ মাতৃত্ব স্বীকার করতে গিয়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে স্বাধীনতার খাতিরে মাতৃত্ব বলি দেওয়া শ্রেয়। কিন্তু মাতৃত্ব স্বীকার করেও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখাই উচিত।"[৮]

এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক নারীকে 'সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র' না হয়ে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন 'মানুষ' হয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে বিবাহ হল পবিত্র প্রণয়ের বন্ধন। বিবাহ কোনো ব্যবসায়িক শর্ত নয়। সমাজে নারীর সবচেয়ে বড় শক্তি হল স্বাবলম্বন হওয়া। পুরুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে আত্মপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হতে পারলেই নারীর প্রকৃত সত্তার বিকাশ ঘটবে। সমাজে খোরপোশ সেইসব নারীদের সুবিধার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে যারা শারীরিক ভাবে অক্ষম, অত্যাচারিত, দলিত, শোষিত ইত্যাদি। অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ 'পারিবারিক নারীসমস্যা'র দর্শন অনুসারে পারিবারিক নারীদের সমস্যা কেবলমাত্র স্ত্রীর অধিকার আদায়ের জন্য রচিত হয়নি, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল দাম্পত্য সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে অবগত করা। বর্তমান আধুনিক সমাজে যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংঘাত ও সমাজের কিছু নারীদের নৈতিক অবনমনের ফলে মৃত্যুর মত ঘটনাও ঘটে চলেছে সেখানে অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই প্রবন্ধ অন্ধকার কুটুরিতে প্রদীপোজ্জ্বলনের মতো। এখানে তিনি দাম্পত্য সখ্যতাকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে দেখাতে চেয়েছেন। বর্তমান সমাজে খোরপোশের মত সুরক্ষা বিধি যেখানে অবহেলিত নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষণের একটি সুন্দর উপায়, সেখানে মুষ্টিমেয় কিছু নারী এই বিধির অপপ্রয়োগের দ্বারা প্রাণনাশী হবার পাশাপাশি প্রকৃত অত্যাচারিত নারীর সুরক্ষাকে প্রশ্নের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধে বারবার বলেছেন যে, বিবাহ কোনোরকম শর্তভিত্তিক আপসের ক্ষেত্র নয়; বরং বিবাহ হল দুটি স্বতন্ত্র সত্তার সম্মানজনক সহাবস্থান। এই সহাবস্থান যাতে কোনোভাবেই কলুষিত না হয় সে বিষয়ে প্রাবন্ধিক নারীর প্রকৃত সত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধপাঠের পর এই গবেষনার আলোচনার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, নারীর আত্মমর্যাদা বিকাশের ক্ষেত্র ও বর্তমান খোরপোশ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানসূত্র একই সূত্রে গাঁথা রয়েছে। এক্ষেত্রে খোরপোশের অধিকার কখনোই যেন নৈতিক অবনমনের কারণ না হয়, বা কোনো প্রাণসংহারের কারণ না হয়- সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক। পাশাপাশি এ-ও নিশ্চিত করা দরকার যারা প্রকৃতই অত্যাচারিত তারা যেন নিজস্ব দাবি দাখিল করার সুযোগ লাভ করে। আর সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর স্বাবলম্বন হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধের কথাতেই এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের ইতি টানা হল—

> "যেদিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠ নারীর সহিত আত্ম-প্রতিষ্ঠ পুরুষের স্বেচ্ছামিলন হবে, সে মিলনে আত্মবিকাশ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য থাকবে না, স্থূল স্বার্থের পরিবর্তে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 113
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 908 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সূক্ষ্ম স্বার্থই প্রবল হবে। সেদিন হয়তো বিবাহবন্ধন অনাবশ্যক হবে। সেদিন স্বাধীনতার চরম বিকাশের দিন। দায়িত্ব বোধেরও পূর্ণ পরিণতির দিন।”[৯]

Reference:

১. রায়, অন্নদাশঙ্কর, *প্রবন্ধ,* ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬৪, পৃ. ৬৬৩
২. তদেব, পৃ. ৬৬৬
৩. তদেব, পৃ. ৬৬৬
৪. তদেব, পৃ. ৬৬৬
৫. তদেব, পৃ. ৬৬৬
৬. তদেব, পৃ. ৬৬৫
৭. তদেব, পৃ. ৬৬৫
৮. তদেব, পৃ. ৬৬৫
৯. তদেব, পৃ. ৬৬৮

Bibliography:

সহায়ক ওয়েবসাইট :

অবস্থী, পূজা, *“অতুল সুভাষের আত্মহত্যা : আইন ও তার বাস্তবায়নের গভীরতর সমস্যা”,* দ্য উইক, www.theweek.in/the week / current / 2024 / 12 / 21 / teh-suicide-of-atul-subhas-is-symptomatic-of-deeper-problems-of-the-law-and-its-implementation.html, ডিসেম্বর ২৯, ২০২৪

কম, আনন্দবাজার, “*খোরপোশ নিয়ে প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি, ফেসবুক লাইভ আত্মহত্যা মালদহের যুবকের*”, আনন্দবাজার ডট কমা সংবাদদাতা www.anandabazar.com/west-bengal/north-bental/malda-man-ends-his-life-on-facebook-live-blames-ex-wife, ডিসেম্বর ০৬, ২০২৫

Truth of Bengal, “*বাবা, আমার স্ত্রী আমার মৃত্যু চায়,চিঠি লিখে আত্মঘাতী স্বামী*”, TOB Desk, truthofbengal.com/india/hubballi-man-dies-of-suicide-over-rs-20-lakhalimonydemand/#google_vignette, জানুয়ারি ২৭, ২০২৫